কলকাতা হাই কোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি দেবাংসু বসাক

এবং

মাননীয় বিচারপতি মোহম্মদ শব্বর রাশিদি

২০২১ সালের ডবলুপি.এসটি ৯৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

বনাম

শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য ঃ শ্রী তপন কুমার মুখার্জি, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এবং বিজ্ঞ এজিপি

শ্রী রজত দত্ত, আইনজীবী

১ নং উত্তরদাতার পক্ষেঃ ঃ শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, আইনজীবী

শ্রীমতী শান্তি দাস, আইনজীবী

শ্রী আর. ডি. ভৌমিক, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছে ঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায় ঃ ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি, দেবাংসু বসাক:-

১) রিট আবেদনকারী হিসাবে রাজ্যটি ২০১৯ সালের ও. এ. ১৪২-এ পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখের আদেশকে আক্রমণ করেছে।

২) বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল ১ নং উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শুরু করা পুরো বিভাগীয় কার্যধারাটি বাতিল করে দিয়েছে, এটা ধার্য করে যে তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধান প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের কারণে এবং যে, শাস্তির পরিমাণটি পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণীবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ এবং আপীল) বিধি, ১৯৭১-এর বিধি ৮ (ii) লঙ্ঘন করেছিল।

৩) রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে ১ নম্বর উত্তরদাতা দরপত্র/চুক্তির শর্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় গুরুতর অনিয়ম করেছিলেন যার ফলে রাজ্যের কোষাগারের ক্ষতি হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ২৫শে মে, ২০১৬ তারিখের চার্জশিট দ্বারা ১ নম্বর উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল যা ১লা আগস্ট, ২০১৬-এ সংশোধন করা হয়েছিল। ১ নম্বর উত্তরদাতা তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি জমা দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রতিরক্ষা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ নষ্ট করেছিলেন।

৪) রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১ নং আসামীকে নিজেকে রক্ষা করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার এবং/অথবা পদ্ধতিগত ন্যায়বিচারের নীতিগুলি কঠোরভাবে মেনে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। ১ নং উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তিনি দরপত্রের শর্তগুলি শিথিল করেছেন এবং তাই, উত্তরদাতা নম্বর ১ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই দরপত্রের শর্তাবলী থেকে বিচ্যুতি স্বীকার করেছেন।

৫) রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, তদন্ত আধিকারিক ৩রা আগস্ট, ২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ফলাফলগুলিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম করেননি। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ১০ই নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশ জারি করে এবং ১ নম্বর উত্তরদাতাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে যে কেন ১৯৭১ সালের বিধির ৮ (২) নং বিধির পরিপ্রেক্ষিতে জরিমানা চলাকালীন সময়ের মধ্যে সঞ্চিত প্রভাব ছাড়াই দুটি বার্ষিক বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি স্থগিত রাখার শাস্তি আরোপ করা উচিত নয়। ১ নম্বর উত্তরদাতাকে যে কোনও অতিরিক্ত নথি সহ উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যার উপর তিনি নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। উত্তরদাতা নং ১ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে ২২ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে একটি চিঠি জমা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কোনও নথি জমা দিতে চান না।

৬) রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ জরিমানার সময়কালে সঞ্চিত প্রভাব ছাড়াই দুটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট আটকানো এবং পদোন্নতি নিষিদ্ধ করার শাস্তি আরোপ করেছে। এই ধরনের সাজা আরোপ করার আগে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ৯ই মার্চ, ২০১৭ তারিখের একটি মেমো দ্বারা প্রস্তাবিত শাস্তির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল যা পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা তাদের ১লা জুন, ২০১৭ তারিখের চিঠি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল ।

৭) রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১ নং উত্তরদাতা ট্রাইবুনেলে যাওয়ার আগে সংবিধিবদ্ধ আপিলের অধিকারের অপব্যবহার করেননি। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ১৯৭১ সালের বিধির ১৯ নং বিধির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইবুনেলে এই বিষয়টি বিচার করার কোনও এখতিয়ার নেই কারণ ১৯৭১ সালের বিধির ১৫ (৯) নং বিধির অধীনে একটি আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত রয়েছে। তিনি প্রশাসনিক ট্রাইবুনেল আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২০ (১) উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে কোনও ট্রাইবুনেল সাধারণত কোনও আবেদন গ্রহণ করবে না যদি না এটি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারী অগ্রিম নিষ্পত্তি হিসাবে প্রাসঙ্গিক পরিষেবা বিধির অধীনে তার কাছে উপলব্ধ সমস্ত প্রতিকার গ্রহণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ১৯৭১ সালের নিয়মে কেবল শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধানই নেই, দ্বিতীয় আপিল বা পুনর্বিবেচনারও বিধান রয়েছে। তিনি তার বিরোধের সমর্থনে ১৯৯৫ খণ্ড ৬ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৭৪৯ (বি সি চতুর্বেদী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা) এবং ১৯৮৯ খণ্ড ৪ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৫৮২ (এস এস) রাঠোর বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য) এর উপর নির্ভর করেছেন।

৮) ২০১৫ ভলিউম ২ সুপ্রীম কোর্ট কেস ৬১০ (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা বনাম পি গুনাশেকারন), ২০২১ ভলিউম ১১ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৩২১ (ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম দলবীর সিং) এবং ২০২১ ভলিউম ২ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৬১২ (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (আপীল কর্তৃপক্ষ) এবং অন্যরা বনাম অজয় কুমার শ্রীবাস্তব)-তে নির্ভর করে,

বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে, ট্রাইব্যুনালের সাক্ষ্যকে পুনরায় মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা উচিত ছিল না।

৯) ১৯৭১ সালের বিধিগুলির নিয়ম ৮ (ii)-এর কথা উল্লেখ করে, রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে, "বা" শব্দটিকে সংমিশ্রণ হিসাবে পড়া উচিত এবং বিচ্ছিন্ন নয়। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ম্যাক্সওয়েলের সংবিধির ব্যাখ্যা, ১২তম সংস্করণ পৃষ্ঠা ২৩২ এবং এ. আই. আর ১৯৫৮ সুপ্রিম কোর্ট ৮৬১ (মাজগাঁও ডক লিমিটেড বনাম আয়কর ও অতিরিক্ত লাভ কর কমিশনার)-এর অনুচ্ছেদগুলির উপর নির্ভর করেছেন।

১০) মামলার তথ্যের উল্লেখ করে, রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১ নং উত্তরদাতাকে নিজেকে রক্ষা করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মতে, আরোপিত শাস্তির আদেশে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়নি। তিনি তার বিরোধের সমর্থনে **১৯৭৭ খণ্ড ২ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ২৫৬** (**চেয়ারম্যান, খনি পরীক্ষা বোর্ড এবং খনি পরিদর্শক এবং আরেকটি বনাম রামজী**) উল্লেখ করেছেন।

১১) ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দরপত্রের কাজটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় ছিল এবং এই আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রাস্তা পরিদর্শনের পরে ২০১২ সালের জুন মাসে একটি স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, জরুরি ভিত্তিতে, কাজের আদেশ জারি করা হয়েছিল। ১ নং প্রত্যর্থীর চেয়ে উচ্চতর কর্মকর্তারা কাজ সম্পাদনের সময় এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন এবং কোনও অনিয়ম খুঁজে পাননি। প্রকৃতপক্ষে, পরিদর্শনের সময়, সমস্ত পরিদর্শনকারী আধিকারিকরা কাজের মান নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং কারখানা ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের বিষয়ে কোনও আধিকারিকের দ্বারা কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের জুন মাস শেষ পর্যন্ত দরপত্রের ৬০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে, হঠাৎ করে, দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ ৮ই জুলাই, ২০১৩ তারিখের একটি লেখায় উত্থাপিত হয়েছিল। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এরপরে, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের পর, উত্তরদাতা নম্বর ১-এর বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়।

১২) উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে চার্জশিটে নথির তালিকা এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের তালিকা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, তদন্ত কার্যক্রমে, কোনও সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়নি বা রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে সাক্ষীদের কোনও নাম উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে উপলব্ধ করা হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যর্থী নং ১ তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ফলস্বরূপ, যে অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপক্ষের উপর ছিল যা রাষ্ট্রপক্ষ ব্যর্থ হয়েছিল। তদন্ত কার্যক্রমে কোনও উপস্থাপক অফিসার নিয়োগ করা হয়নি এবং তদন্ত কর্মকর্তা উপস্থাপক অফিসারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে পুরো কার্যধারাটি অসদাচরণ করা হয়েছিল। তাঁর যুক্তির সমর্থনে, ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী ১৯৯৬ সালের ভলিউম ১ কলকাতা ল জার্নাল ৬১ (গণেশ চন্দ্র দাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

১৩) উত্তরদাতা নম্বর ১-এর পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট ২০০৩ ভলিউম ১ ক্যালকাটা ল টাইমস (এইচসি) ৩১৯ (প্রসন্ত কুমার বসু বনাম বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি লিমিটেড) এবং ২০০২ খণ্ড ৭ সুপ্রিম কোর্ট কেস ১৪২ (শের বাহাদুর বনাম ভারত এবং অন্যান্য) এর উপর নির্ভর করেছেন,

এবং যুক্তি দিয়েছিল যে, কোনও আইনি ফলাফলের অভাবে তদন্ত অফিসারের অনুসন্ধানগুলি বিকৃত ছিল। প্রসিকিউশন দ্বারা কোনও সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়নি। নথির তালিকা তদন্ত অফিসার নিজেই প্রদর্শন করেছেন যা পক্ষপাতিত্ব দেখায়। ১ নং উত্তরদাতাকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল।

১৪) ১৯৯৯ সালের ২য় খণ্ডের উপর নির্ভর করে সুপ্রিম কোর্টের মামলা ১০ (কুলদ্বীপ সিং বনাম পুলিশ কমিশনার এবং অন্যরা) বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা বিবেচিত নথিগুলি সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। বর্তমান মামলায়, এই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি এবং তাই, তদন্ত আধিকারিক কার্যধারা ভুলভাবে পরিচালনা করেছেন।

১৫) ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি নির্দিষ্ট ছিল না এবং তাই তদন্তটি বাতিল হওয়ার যোগ্য ছিল। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, তিনি ২০১৩ ভলিউম ৬ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৫১৫ (অনন্ত আর কুলকার্নি বনাম ওয়াই পি এডুকেশন সোসাইটি এবং অন্যরা)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

১৬) ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ২০১৯ সালের ৫ নং খণ্ড কলকাতা হাইকোর্টের নোট ১৯১ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম সঞ্জয় কুমার দত্ত)-এর উপর নির্ভর করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, এই মাননীয় আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ ১৯৭১ সালের বিধির ৮ নং নিয়মে "বা" শব্দটি বিবেচনা করেছে এবং এটিকে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছে।

১৭) ২০১৬ সালের ২৫শে মে তারিখে একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে উপলব্ধ করা অভিযোগের নিবন্ধগুলির বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের বিধিমালা ১০-এর অধীনে তদন্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। স্মারকলিপিতে সংযুক্তি ৩ সহ বেশ কয়েকটি সংযুক্তি ছিল যার মধ্যে নথির তালিকা ছিল যার দ্বারা অভিযোগ নিবন্ধগুলি বজায় রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং চতুর্থ সাক্ষীদের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছিল। ২৫শে জুন, ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে একজন উপস্থাপক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। ৬ই জুন, ২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ অভিযোগ নিবন্ধের সংযুক্তি ৩-এ উল্লিখিত নথির ফটোকপি উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে পাঠিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সালের ১লা আগস্ট তারিখে অভিযোগপত্রের কিছু অংশ সংশোধন করে একটি শুদ্ধিপত্র জারি করেছিল।

১৮) ২০১৬ সালের ২১শে জুন তারিখে ১ নং উত্তরদাতা তাঁর লিখিত প্রতিরক্ষা বিবৃতি জমা দিয়েছিলেন। প্রতিরক্ষার লিখিত বিবৃতিতে, তিনি চার্জের প্রতিটি প্রবন্ধ পৃথকভাবে মোকাবেলা করেছিলেন।

প্রথম চার্জ ধারার ক্ষেত্রে, তিনি বলেছিলেন যে, গণপূর্ত বিভাগের বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রকৌশলী আধিকারিকদের মধ্যে প্রচলিত পরিস্থিতির জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরপত্রের শর্ত শিথিল করে কাজটি সম্পন্ন করা সাধারণ প্রথা ছিল। দ্বিতীয় অভিযুক্ত ধারার ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ১ প্রতিক্রিয়া পত্র পাঠাতে ৭ দিন বিলম্বের জন্য ইন্টারনেটে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৃতীয় অভিযুক্ত ধারার ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ১ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দ্বারা কাজের জন্য নিযুক্ত কারখানা এবং যন্ত্রপাতিগুলি দরপত্রের শর্ত পূরণ করেছে।

১৯) তদন্ত আধিকারিক ৩রা আগস্ট, ২০১৭ তারিখের তাঁর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ১ নম্বর উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া সহ প্রতিটি অভিযোগপত্র নিয়ে কাজ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অভিযোগগুলি ১ নম্বর উত্তরদাতার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর, তদন্ত আধিকারিক প্রতিটি অভিযোগপত্র এবং ১ নম্বর উত্তরদাতার দ্বারা নেওয়া প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখেছেন। প্রথম অভিযুক্ত নিবন্ধে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে,

উত্তরদাতা নং ১ তাঁর লিখিত প্রতিরক্ষা বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে দরপত্রের শর্ত শিথিল করে কাজটি কার্যকর করা হয়েছিল।

২০) সম্পূর্ণ অভিযোগ নিবন্ধগুলি দরপত্রের শর্ত শিথিল করে উত্তরদাতা নং ১-এর চারপাশে ঘোরে এবং এর ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ক্ষতি হয়। উত্তরদাতা নং ১ স্বীকার করেছেন যে, অভিযোগ নিবন্ধে অভিযোগ করা দরপত্রের শর্ত শিথিল করার উদাহরণ রয়েছে। তবে তিনি এই ভিত্তিতে এই ছাড়ের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, অন্যান্য অধিদপ্তরের অন্যান্য নির্বাহী প্রকৌশলীরা নিয়মিতভাবে তা করেন। এই যৌক্তিকতা তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা বেশ সঠিকভাবে গৃহীত হয়নি।

২১) গণেশ চন্দ্র দাসের (উপরে উল্লিখিত) অনুপাতের প্রয়োগের কোনও পদ্ধতি নেই, যেহেতু তদন্ত কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষ ২৫শে মে, ২০১৬ তারিখের লিখিত মাধ্যমে একজন উপস্থাপক আধিকারিক নিয়োগ করেছিল। এই ধরনের লেখার মাধ্যমে গণপূর্ত বিভাগের একজন কারিগরি সচিবকে উপস্থাপক আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

২২) তদন্তের সময় সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা কার্যধারাকে কলুষিত করেনি। প্রতিরক্ষা লিখিত বিবৃতিতে, ১ নং উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে, তিনি দরপত্রের শর্ত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। বিভাগটি যে নথিগুলির উপর নির্ভর করছে তার অস্তিত্ব বা সত্যতাও তিনি অস্বীকার করেননি।

প্রকৃতপক্ষে, দরপত্রের ক্ষেত্রে নথি তৈরি করা হয়েছিল, যার ক্ষেত্রে দরপত্রের শর্ত শিথিল করার এবং এইভাবে রাজকোষের ক্ষতি করার অভিযোগগুলি উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। অতএব, তদন্ত আধিকারিকের এক্তিয়ারের মধ্যে নথিগুলি ব্যাখ্যা করা এবং উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করা হয়েছিল। অভিযোগের নিবন্ধ, জড়িত নথি এবং উত্তরদাতা নং ১-এর প্রতিরক্ষা লিখিত বিবৃতির প্রশংসা করার পরে, তদন্ত আধিকারিক একটি অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, এটা বলা যায় না যে, তদন্ত কর্মকর্তা কার্যধারা ভুলভাবে পরিচালনা করেছেন বা রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা সাক্ষীদের পরীক্ষা না করার কারণে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছেন। ফলস্বরূপ, আমাদের মতে, প্রশান্ত কুমার বসু (উপরে) এবং শের বাহাদুর (উপরে)-এ নির্ধারিত অনুপাতের বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে কোনও প্রয়োগ নেই।

২৩) বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি কুলদিপ সিং (উপরে)-এর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের থেকে একেবারেই আলাদা। সেই ক্ষেত্রে, অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল শ্রমিকদের অর্থ প্রদানের, যার একটি অংশ অপরাধী দ্বারা রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

এই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, বিভাগের সাক্ষী অপরাধীকে কোনও অর্থ প্রদান করার কথা অস্বীকার করেছিলেন এবং যে শ্রমিকদের কাছে অর্থ প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের তদন্তে হাজির করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে, সাক্ষীদের পরীক্ষা না করাকে মারাত্মক বলে মনে করা হয়েছিল। বর্তমান মামলার তথ্যে, ১ নং উত্তরদাতা তার লিখিত বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে দরপত্রের শর্ত থেকে বিচ্যুতি হয়েছে। তাই তিনি তার লিখিত বিবৃতিতে দরপত্রের শর্ত থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছেন।

২৪) **অনন্ত কুলকার্নি (উপরে উল্লিখিত**) বলেছেন যে, যেখানে অভিযোগগুলি তখন অস্পষ্ট ছিল, সেখানে বিভাগীয় কার্যধারা কলুষিত হয়েছিল। বর্তমান মামলার তথ্যে, ২৫শে মে, ২০১৬ তারিখের স্মারকলিপিতে অভিযোগের নিবন্ধগুলি বিশদভাবে রয়েছে। এটি বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠায় চলে। প্রতিটি অভিযোগের বিবরণ স্মারকলিপিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভাগ যে নথিগুলির উপর নির্ভর করেছিল সেগুলিও স্মারকলিপিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ১ নং উত্তরদাতা তার প্রতিরক্ষার লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছেন প্রতিটি অভিযোগের প্রবন্ধের সাথে বিস্তারিতভাবে।

সমসাময়িকভাবে, উত্তরদাতা নম্বর ১ অভিযোগ করেননি যে, চার্জের প্রবন্ধগুলি অস্পষ্ট ছিল এবং এটি বুঝতে তার অসুবিধা হয়েছিল।

২৫) ১৯৭১ সালের বিধির ৮ (ii) বিধি সঞ্জয় কুমার দত্ত (সুপ্রা) এ বিবেচনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ-

> *"২১) বর্তমান ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি হল উক্ত বিধির নিয়ম ৮। এতে শাস্তির বিধান রয়েছে যা আরোপ করা যেতে পারে। সাতটি জরিমানা রয়েছে যা আরোপ করা যেতে পারে এবং (ii) প্রকরণে উল্লিখিত জরিমানা ব্যতীত, প্রতিটি জরিমানার আলাদাভাবে একটি ধারায় সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল প্রকরণ (ii) যা বৃদ্ধি বা পদোন্নতি আটকানোর ব্যবস্থা করে।*
>
> *বিধি ৮-এ এমন কিছু নেই যা 'বা' কে 'এবং' হিসাবে পড়তে বাধ্য করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং এর ফলে একজন অভিযুক্ত অফিসারকে কেবল একটি নয়, দুটি শাস্তি দিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হবে, যার প্রতিটি তার জীবিকার অধিকার এবং জনসেবায় এগিয়ে যাওয়ার অধিকারকে প্রভাবিত করে, যা একটি মৌলিক অধিকার। দ্ব্যর্থহীন হওয়া ছাড়াও, এই প্রসঙ্গে 'বা' শব্দটিকে এমন একটি সংযোগের রঙ দেওয়া যাবে না যা শাস্তির বিধানের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়.....".।*

২৬) সঞ্জয় কুমার দত্তের (উপরে উল্লিখিত) সমন্বিত বেঞ্চ বলেছে যে, ১৯৭১ সালের বিধির ৮ (১১) ধারায় ব্যবহৃত "বা" শব্দটি অসঙ্গত এবং সংমিশ্রণ হিসাবে পড়া যায় না। যদিও, সংবিধির ম্যাক্সওয়েল ব্যাখ্যায় দেখা গেছে যে, কিছু পরিস্থিতিতে, "বা" শব্দটিকে সংযোজক হিসাবে পড়া যেতে পারে, উপরে উল্লিখিত স্থানাঙ্ক বেঞ্চের উচ্চারণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে রাজি নই।

মাজগাঁও ডক লিমিটেড (উপরে) ১৯২২ সালের আয়কর আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করেছে এবং সেই প্রসঙ্গে বলেছে যে, "বা" শব্দটিকে সংমিশ্রণ হিসাবে পড়া যেতে পারে।

২৭) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার এবং তার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, **সুপ্রিম কোর্ট রামজি (উপরে)-তে** নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ-

> *১৩) মারাত্মক আপত্তি হিসাবে বিবেচিত শেষ লঙ্ঘনটি হল যে বোর্ড আঞ্চলিক পরিদর্শকের দ্বারা করা তদন্ত থেকে স্বাধীনভাবে উত্তরদাতার কাছে তদন্ত করেনি। এটি প্রয়োজনীয় বলে ধরে নিয়ে, এখানে উত্তরদাতা আঞ্চলিক পরিদর্শকের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আপিলের আকারে বোর্ডের সভাপতির কাছে তার ব্যাখ্যা পাঠিয়েছেন। এইভাবে তার শুনানি হয়েছে এবং প্রবিধান ২৬ মেনে চলা, পরিস্থিতিতে, সম্পূর্ণ। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার কোনও অনিয়ন্ত্রিত ঘোড়া, কোনও লুকিয়ে থাকা ল্যান্ডমাইন বা বিচারিক নিরাময় নয়। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি ন্যায্যতা দেখান, প্রতিটি পরিস্থিতির তথ্য ও পরিস্থিতি দ্বারা শর্তযুক্ত এই জাতীয় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগত যথার্থতার রূপ, বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের কোনও লঙ্ঘনের অভিযোগ করা যাবে না। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ, প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং প্রদত্ত মামলার অন্যান্য কারণগুলির উল্লেখ না করে বিরক্তিকর হতে পারে। আমরা আর্থিক বা ধর্মান্ধ হতে পারি না তবে এই এক্তিয়ারে দৃঢ় হওয়া উচিত নমনীয় হওয়া উচিত। কোন মানুষকে বেল্টের নীচে আঘাত করা হবে না যে বিষয়টির বিবেক।"*

২৮) এস এস রাঠোর (সুপ্রা) চাকরি থেকে বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে ঘোষণার জন্য একটি মামলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ এর অধীনে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মোকাবেলা করেছেন।

এটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮৫-এর ২০ ও ২১ ধারাগুলিকে এই ধরনের প্রেক্ষাপটে তৈরি করেছে। আমাদের দৃষ্টিতে, এটি এই প্রস্তাবের জন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নয় যে, কোনও অপরাধী রাজ্যের পক্ষ থেকে যে বিকল্প প্রতিকার চাওয়া হয়েছে তা শেষ না করে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮৫-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের কাছে যেতে পারে না।

২৯) বি. সি চতুর্বেদী (উপরে উল্লিখিত) এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শাস্তিতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিবেচনার ভিত্তিতে, এটি নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ -

> *১৮) উপরের আইনি অবস্থানের একটি পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠিত করবে যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আপিল করার পরে, তথ্য-সন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ হওয়ার কারণে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রমাণ বিবেচনা করার একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে। অসদাচরণের মাত্রা বা গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে যথাযথ শাস্তি আরোপ করার জন্য তাদের বিবেচনার সাথে বিনিয়োগ করা হয়। হাইকোর্ট/ট্রাইব্যুনাল, বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, সাধারণত জরিমানার বিষয়ে তার নিজস্ব উপসংহার প্রতিস্থাপন করতে এবং অন্য কোনও জরিমানা আরোপ করতে পারে না। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শাস্তি যদি হাইকোর্ট/ট্রাইব্যুনালের বিবেককে ধাক্কা দেয়, তবে এটি যথাযথভাবে ত্রাণকে ঢালাই করবে, হয় শাস্তিমূলক/আপীল কর্তৃপক্ষকে আরোপিত শাস্তি পুনর্বিবেচনা করার জন্য বা মামলাটি সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেবে,*

এটি নিজেই, ব্যতিক্রমী এবং বিরল ক্ষেত্রে, এর সমর্থনে যুক্তিযুক্ত কারণ সহ উপযুক্ত শাস্তি আরোপ করতে পারে।"

৩০) **পি. গুনাসেকরন (উপরে)** শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় হস্তক্ষেপের সুযোগ নিয়েও কাজ করেছেন। এটি নিম্নরূপ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেঃ

১২) সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান থাকা সত্ত্বেও, এটি বেদনাদায়কভাবে বিরক্তিকর যে হাইকোর্ট শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছে, এমনকি তদন্ত কর্মকর্তার সামনে সাক্ষ্যও পুনর্বিবেচনা করেছে। প্রথম অভিযোগের ফলাফল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল। শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায়, হাইকোর্ট প্রথম আপিলের দ্বিতীয় আদালত হিসাবে কাজ করে না এবং করতে পারে না। হাইকোর্ট, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬/২২৭ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রমাণের পুনর্বিবেচনার উদ্যোগ নেবে না। হাইকোর্ট কেবল দেখতে পারে যেঃ

(ক) তদন্ত একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়;

(খ) তদন্তটি সেই পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়;

(গ) কার্যধারা পরিচালনায় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ মামলার প্রমাণ এবং যোগ্যতার বাইরে কিছু বিবেচনার দ্বারা একটি ন্যায্য উপসংহারে পৌঁছাতে অক্ষম করেছে;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ অপ্রাসঙ্গিক বা বহিরাগত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে;

(চ) উপসংহারটি, আপাতদৃষ্টিতে, এতটাই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুহলী যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন না;

(ছ) তিনি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বস্তুগত প্রমাণ স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছিল;

(জ) শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ স্বীকার করেছিল যা অনুসন্ধানকে প্রভাবিত করেছিল;

(ঝ) তথ্যের সন্ধান কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়।

১৩) ভারতের সংবিধানের ২২৬/২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে, হাইকোর্টঃ

(i) প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করুন;

(ii) তদন্তের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে, যদি এটি আইন অনুসারে পরিচালিত হয়;

(iii) প্রমাণের পর্যাপ্ততার মধ্যে যান;

(iv) প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতার দিকে যান;

(v) হস্তক্ষেপ করে, যদি কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার উপর ভিত্তি করে ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

(vi) তথ্যের ত্রুটি যতই গুরুতর মনে হোক না কেন সংশোধন করুন;

(vi) শাস্তির আনুপাতিকতার মধ্যে যান

যদি না এটি তার বিবেককে আঘাত করে।

৩১) বিভাগীয় কার্যধারার বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ অজয় কুমার শ্রীবাস্তব (সুপ্রা) এ বিবেচনা করা হয়েছে যদি এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়: -

"২৫) যখন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কথিত অসদাচরণের জন্য শাস্তিমূলক তদন্ত পরিচালিত হয়, তখন আদালতকে পরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে হয়ঃ

(i) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল কিনা;

(ii) প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম মেনে চলা হয় কি না;

(iii) ফলাফল বা উপসংহারগুলি কিছু প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং কর্তৃপক্ষের সত্য বা উপসংহারে পৌঁছানোর ক্ষমতা এবং এখতিয়ার রয়েছে কিনা।

২৮) সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ বা ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় সাংবিধানিক আদালত বিভাগীয় তদন্তের কার্যধারায় আসা তথ্যের ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না, অসাধুতা বা বিকৃতির ক্ষেত্রে ছাড়া, অর্থাৎ, যেখানে একটি অনুসন্ধানকে সমর্থন করার মতো কোনো প্রমাণ নেই বা যেখানে একটি অনুসন্ধান এমন যে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বস্তুনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে সেই অনুসন্ধানগুলিতে পৌঁছাতে পারেনি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপনীত উপসংহারকে সমর্থন করার জন্য কিছু প্রমাণ রয়েছে, একই টিকিয়ে রাখতে হবে।"

৩২) দলবীর সিং (উপরে উল্লিখিত) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ/কার্যধারার বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গত হয় যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান কোনও প্রমাণ বা নিয়ম/প্রবিধানের লঙ্ঘন বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের উপর ভিত্তি করে হয় না।

৩৩) বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, নথিভুক্ত উপকরণগুলি এটি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়নি বা যে, কোনো নিয়ম/নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের কোনো নীতি লঙ্ঘন করে শাস্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

৩৪) ট্রাইব্যুনাল ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বাতিল করে দিয়েছে। অভিযোগের অনুচ্ছেদে ১ নং আসামীর বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের বিশদ বিবরণ রয়েছে। ১ নং আসামী তার প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি দিয়ে এর জবাব দিয়েছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা তার সামনে রাখা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছিলেন এবং একটি অনুসন্ধানে পৌঁছেছিলেন যে অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা একটি অনুসন্ধান ফিরিয়েছি যে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে তদন্ত কার্যক্রমকে কলুষিত করা হয়নি। অতএব, ১ নং আসামীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম বাতিল করা ভুল হবে।

৩৫) একটি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ সঞ্জয় কুমার দত্তের (উপরে) কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে শাস্তির একটি পরিমাণ আরোপ করেছে যা ১৯৭১ সালের বিধির ৮ (২) বিধি লঙ্ঘন করে।

৩৬) শাস্তির পরিমাণ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ/আপিল কর্তৃপক্ষের অধীনে এবং তাই, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

৩৭) এই ধরনের পরিস্থিতিতে, শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শাস্তিমূলক কার্যধারাকে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের কাছে রিমান্ডে পাঠানো হয়।

শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই ধরনের পর্যায় থেকে শাস্তিমূলক কার্যক্রমের সাথে এগিয়ে যাবে।

৩৮) এই আদেশ জারির তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩৯) ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত আদেশটি এই পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে।

৪০) ২০২১ -এর ডবলুপি.এসটি ৯৭ খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ ছাড়াই সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

[বিচারপতি, দেবাংসু বসাক]

৪১) আমি একমত।

[মোহাম্মদ শাব্বার রাশিদি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly